দামুড়হুদার কালিয়াবকরি দুর্ধর্ষ ডাকাতি, নগদ টাকা- স্বর্ণালঙ্কার লুট

দামুড়হুদা উপজেলার কালিয়াবকরী গ্রামে এক বাড়িতে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। মুখোশধারী সশস্ত্র ডাকাতরা পরিবারের সদস্যদের অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে নগদ টাকা ও স্বর্ণালঙ্কার মিলিয়ে প্রায় আড়াই লক্ষ টাকার লুট করে নিয়ে গেছে।স্থানীয় ও ভুক্তভোগী পরিবারের সূত্রে জানা গেছে, রোববার (২০সেপ্টেম্বর) রাত আনুমানিক ২টার দিকে উপজেলার কালিয়াবকরী গ্রামের মাঝের পাড়ার গোলাম মন্ডলের বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে।

একদল মুখোশধারী সশস্ত্র ব্যক্তি বাড়ির ছাদ দিয়ে এবং দরজা ভেঙে ঘরের ভেতরে প্রবেশ করে। পরে তারা দেশীয় অস্ত্র ও আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে পরিবারের সদস্যদের জিম্মি করে ফেলে। এ সময় চিৎকার করলে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হয় বলে পরিবারের সদস্যরা জানান।একপর্যায়ে ডাকাতরা আলমারির চাবি নিয়ে নেয়। পরে আলমারি ও ঘরের বিভিন্ন আসবাবপত্র তছনছ করে নগদ টাকা ও বিপুল পরিমাণ স্বর্ণালঙ্কার লুট করে। এরপর পরিবারের সদস্যদের জিম্মি অবস্থায় রেখেই ডাকাতরা দ্রুত ঘটনাস্থল ত্যাগ করে।

ঘটনার খবর পেয়ে রোববার সকালে দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে বিভিন্ন আলামত সংগ্রহের পাশাপাশি ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত ও লুণ্ঠিত মালামাল উদ্ধারে অভিযান শুরু করেছে বলে জানা গেছে।এদিকে, জনবহুল এলাকায় মধ্যরাতে এমন ডাকাতির ঘটনায় স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। দ্রুত ডাকাতদের শনাক্ত করে গ্রেপ্তার এবং লুট হওয়া মালামাল উদ্ধারের দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী। একই সঙ্গে রাতে এলাকায় পুলিশি টহল আরও জোরদারের দাবি জানান তারা।

গাংনীতে পল্লী চিকিৎসকের বসতবাড়ি থেকে স্বর্ণলঙ্কার ও নগদ টাকা চুরি

মেহেরপুরের গাংনীতে এক পল্লি চিকিৎসকের বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটেছে। এসময় প্রায় চার লাখ টাকা মূল্যের স্বর্ণালংকার ও মরিচ বিক্রির নগদ ৬০ হাজার টাকা চুরি হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন ভুক্তভোগী।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে উপজেলার বামন্দী ইউনিয়নের দেবীপুর দক্ষিনপাড়ার পল্লিচিকিৎসক মামুন আলীর (৩২) বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে। মামুন আলী ওই গ্রামের মো. ফজলুর রহমানের ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, গতকাল বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে মামুন আলীর বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটে। বিষয়টি টের পেয়ে স্থানীয়রা সেখানে গিয়ে দেখতে পান, বাড়িতে চুরি হয়েছে।

ভুক্তভোগী পল্লী চিকিৎসক মামুন আলী বলেন, তাঁর একটি ওষুধের ফার্মেসি রয়েছে। ঘটনার সময় তিনি দোকানে ছিলেন। প্রতিদিনের মতো রাত সাড়ে ৮টার দিকে তাঁর বাবা দোকানে খাবার দিতে যান। তাঁর মা মরিচের খেতে কাজ করা শ্রমিকদের বাড়িতে গিয়েছিলেন এবং স্ত্রী পাশের বাড়িতে তাঁর বোনের কাছে গিয়েছিলেন। এই সুযোগে চোরেরা বাড়িতে ঢুকে আলমারিতে থাকা প্রায় চার লাখ টাকা মূল্যের স্বর্ণালংকার ও নগদ ৬০ হাজার টাকা নিয়ে পালিয়ে যায়।

মামুন আলী আরো বলেন,অনেক কষ্ট করে সন্তান ও পরিবারের জন্য এগুলো গুছিয়ে রেখেছিলাম। কিন্তু চোরেরা এক নিমেষেই সব শেষ করে দিয়েছে।

কষ্টার্জিত স্বর্ণালংকার ও টাকা হারানোর যন্ত্রণা বলে বোঝানো সম্ভব নয়। চুরির সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত আইনের আওতায় আনার দাবি জানাই।

বামন্দী পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ পুলিশের উপ-পরিদর্শক মো. জহুরুল ইসলাম বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। বিষয়টি তদন্ত করে চুরির সঙ্গে জড়িতদের শনাক্তের চেষ্টা চলছে। জড়িতদের আইনের আওতায় আনা হবে। তিনি আরও বলেন, বাড়ির গেটে তালা

দেওয়া ছিল। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, চোরেরা ছাদ দিয়ে উঠে সিঁড়ি ব্যবহার করে ঘরে প্রবেশ করেছে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মুহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরী বলেন, চুরির খবর পেয়ে পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। বিষয়টি নিয়ে পুলিশ তদন্ত করছে।

দামুড়হুদায় ইয়াবা ও মাদক বিক্রির নগদ টাকাসহ স্বামী- স্ত্রী আটক

দামুড়হুদায় পুলিশের চলমান মাদকবিরোধী অভিযানে ৮ পিস ইয়াবা ও মাদক বিক্রির নগদ ৫ হাজার ১০ টাকাসহ স্বামী-স্ত্রীকে আটক করেছে দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশ। গতকাল শনিবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে কলাবাড়ি গ্রামের উত্তরপাড়ার নিজ বাসা থেকে তাদের আটক করা হয়।

আটককৃতরা হলেন দামুড়হুদা উপজেলার কলাবাড়ি গ্রামের উত্তরপাড়ার তাহাজ্জত মোল্লার ছেলে স্বপন আলী (৪০) ও তার স্ত্রী মুন্নী খাতুন (৩৫)।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, দামুড়হুদা মডেল থানার ওসি শেখ মেজবাহ উদ্দিনের নেতৃত্বে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে উপজেলার দলিয়ারপুর পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ এসআই আক্তার ও এসআই ইব্রাহীম সঙ্গীয় ফোর্সসহ মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন। এ সময় শনিবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে উপজেলার কলাবাড়ি গ্রামের উত্তরপাড়ায় ব্র্যাক অফিসের উল্টো পাশে অবস্থিত নিজ বাড়ি থেকে ৮ পিস ইয়াবা ও মাদক বিক্রির নগদ ৫ হাজার ১০ টাকাসহ মাদক ব্যবসায়ী স্বপন ও মুন্নী দম্পতিকে আটক করা হয়।

তাদের বিরুদ্ধে দামুড়হুদা মডেল থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার ওসি শেখ মেজবাহ উদ্দিন সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, অবৈধ মাদকদ্রব্য ৮ পিস ইয়াবা ও মাদক বিক্রির ৫ হাজার ১০ টাকাসহ স্বপন আলী ও মুন্নী দম্পতিকে আটক করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে নিয়মিত মামলা দায়ের করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় গাঁজা ও নগদ টাকা সহ মাদক ব্যাবসায়ী আটক

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ কর্তৃক মাদক বিরোধী অভিযানে এক কেজি মাদকদ্রব্য গাঁজাসহ দুইজন মাদক ব্যাবসায়ী আটক হয়েছে। সেইসাথে মাদক বিক্রয়ের নগদ ২০,০০০/- টাকা, মাদক বহনের কাজে ব্যবহৃত ০১টি পাখি ভ্যান উদ্ধার করেছে।

গত ১লা ফেব্রুয়ারী রবিবার দিবাগত রাত ১টার সময় আলমডাঙ্গা চিৎলা ইউনিয়নের হাঁপানিয়া গ্রামের দক্ষিণ পাড়ায় এই অভিযান পরিচালিত হয়।

চুয়াডাঙ্গা জেলার সুযোগ্য পুলিশ সুপার জনাব মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম মহোদয়ের সার্বিক দিকনির্দেশনায় জেলা পুলিশের সকল ইউনিটে একযোগে মাদক ও চোরাচালান বিরোধী অভিযান পরিচালিত হচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় আলমডাঙ্গা থানার এসআই(নিঃ) মোঃ ওবায়দুল্লাহ আল মামুন সহ হাপানিয়া পুলিশ ক্যাম্পর সংগীয় অফিসার ফোর্সস হাপানিয়া দক্ষিনপাড়া মোঃ হাসান আলীর বাড়ীর সামনে পাকা রাস্তার উপর হতে রুইতনপুর গ্রামের মতির স্ত্রী মোছাঃ হাসি খাতুন(২৭) ও মসলেম আলির ছেলে মোঃ এনামুল হক (৪০) কে গ্রেফতার করে।

তাদের কাছে ১কেজি মাদকদ্রব্য গাঁজা, মাদক বিক্রয়ের নগদ ২০,০০০/- টাকা, মাদক বহনের কাজে ব্যবহৃত ০১টি পাখি ভ্যান উদ্ধার করেন।

আলমডাঙ্গা থানা অফিসার ইনচার্জ বানী ইসরায়েল বলেন, গ্রেফতারকৃত আসামীদ্বয়ের বিরুদ্ধে আলমডাঙ্গা থানার মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রন আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে। মাদক নিয়ন্ত্রণে এই অভিযান অব্যাহত থাকবে।

দর্শনায় ১৯ ভরি স্বর্ণ ও নগদ টাকা চুরি, মূল অভিযুক্ত গ্রেফতার

দর্শনা আমতলাপাড়ায় ঘরের গ্রীল কেটে ও তালা ভেঙে ১৯ ভরি স্বর্ণ ও ৩ লাখ ২০ হাজার টাকা চুরির ঘটনায় অভিযুক্ত ইউসুফ আলীকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। গ্রেফতারের সময় তার কাছ থেকে ব্রোঞ্জের ওপর স্বর্ণের প্রলেপ দেওয়া একটি চুরি উদ্ধার করা হয়।

দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সুলতান মাহমুদ জানান, সোমবার সকালে এসআই ইমরান হোসেনের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল দামুড়হুদার চিৎলা গ্রামে তার শ্বশুরবাড়ি থেকে ইউসুফ আলীকে গ্রেফতার করে। তিনি দর্শনা আজিমপুর এলাকার আব্দুল বারেকের ছেলে।

এ চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে এর আগে আজিমপুর গ্রামের ইসলামকে (৪৫) ভেড়ামারায় স্বর্ণ ব্যবসায়ী তপন বিশ্বাস (৩৭) ও অর্ণব কুমার সোহাগের (২৩) কাছে চোরাই স্বর্ণ বিক্রি করতে গিয়ে পুলিশ গ্রেফতার করে। পরে আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিলে মামলার অগ্রগতিতে জড়িত আরও ৯ জনকে পুলিশ পর্যায়ক্রমে গ্রেফতার করে।

গ্রেফতার ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন হারুন রশিদের ছেলে অন্তর (৩০), শফিউদ্দিনের ছেলে রিয়াদ (১৭), চায়না খাতুন (২৫), তার স্বামী লিয়াকত আলী, আমিন ওরফে সম্রাট (৪৫)

রিয়াদ হোসেনসহ (৩৭) মোট ১০ জন।

বর্তমানে জেলহাজতে রয়েছেন ইউসুফ আলী, ইসলাম (৪৩), আল আমিন ওরফে সম্রাট, চায়না খাতুন, রিয়াদ হোসেন ও আনিছ। বাকিরা জামিনে মুক্ত।

উল্লেখ্য, গত ১৪ অক্টোবর ২০২৫ সকাল ৮টা থেকে দুপুর ১টার মধ্যে মঞ্জু রাণী ঘোষের বাড়ির গ্রীল ও তালা ভেঙে ১৯ ভরি স্বর্ণ ও ৩ লাখ ২০ হাজার টাকা চুরি হয়। পরদিন ১৫ অক্টোবর তিনি দর্শনা থানায়

মামলা করেন, মামলা নং ০৯।

দর্শনায় দিনদুপুরে ২১ ভরি স্বর্ণ ও নগদ টাকা চুরির ঘটনায় মূলহোতা ইসলামসহ গ্রেফতার ৪

দর্শনা থানা পুলিশ দিনভর অভিযান চালিয়ে দর্শনায় দিনেদুপুরে খৃষ্টান বাড়িতে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় ইসলামসহ ৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ২ আনা স্বর্ণ ও কিছু টাকা উদ্ধার হলেও বাকি স্বর্ণ কোথায় গেলো। এ নিয়ে দর্শনায় নানা গুন্জন চলছে।

গত মঙ্গলবার দর্শনা আমতলা পাড়ার মনজু ঘোষ সকাল ৮ টার দিকে কেরু উচ্চ বিদ্যালয়ে চলে যায়। স্কুল ছুটি করে দুপুর ১ টার দিকে বাসায় এসে দেখে চোরেরা ক্লাসিবল গেট কেটে র্স্বণসহ নগদ টাকা চুরি হয়ে গেছে। চোরদের মূলহোতাসহ ৪জনকে পুলিশ গ্রেফতার করে। গ্রেফতারকৃতদের কাছ থেকে আংশিক স্বর্ণ উদ্ধার করে পুলিশ।

এ ঘটনায় অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষিকা মনজু রানী সাংবাদিকদের বলেন, কিছু স্বর্ণ উদ্ধার হলো। তাহলে বাকি স্বর্ণ ও নগদ টাকা, ডলার কোথায় গেলো। এ দাবী তার ভাই ডেবিড ঘোষও করেন।

গত মঙ্গলবার দিনরাত অভিযান চালিয়ে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে কুষ্টিয়া জেলার ভেড়ামারা থানার বৃত্তিপাড়া গ্রাম থেকে দর্শনা মোহাম্মদপুর গ্রামের মৃত বারেকের ছেলে চিহ্নিত আলোচিত চোর ইসলাম(৪৩) ও কুষ্টিয়া জেলার ভেড়ামারা থানার বৃত্তিপাড়া গ্রামের তাপস বিশ্বাস বাবুলের ছেলে স্বর্ণ ব্যাবসায়ী তপন বিশ্বাস(৩৭), একই গ্রামের অমৃত্য কুমার কর্মকারের ছেলে স্বর্ণ ব্যাবসায়ী অর্নব কুমার (২৭)কে গ্রেফতার করে ঐ এলাকা থেকে। পরে তাদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে দর্শনা আমতলা পাড়ার লিয়াকত আলীর স্ত্রী চায়না বেগমকে (৩০) গ্রেফতার করে।

পুলিশ তাদের কাছ থেকে ২ টি আংটির ভাঙ্গাচোরা টুকরো স্বর্ণ

উদ্ধার করে। পরে তাদের জিজ্ঞাসাবাদে এক পর্যায়ে তারা স্বীকার করে। তাদের স্বীকারোক্তিতে বলে ২টি আংটি ৪২ হাজার টাকায় বিক্রি উদ্ধার করে। গত ২১শে অক্টোবর এমনটায় আশাবাদী ভুক্তভুগি। তাদের ৪ জনকে চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে প্রেরণ করেছে। সেই সাথে তাদের রিমান্ডের আবেদন করেছে। রিমান্ডে নিলে বেরিয়ে আসবে আসল চুরির রহস্যগত ২১শে অক্টোবর এমনটায় আশাবাদী ভুক্তভুগি।

উল্লেখ্য গত মঙ্গলবার সঙ্গবদ্ধ চোরেরা, ঘরের গ্রীল কেটে ২১ ভরি স্বর্ণ নগদ দুই লক্ষ টাকা লুট করে নিয়ে গেছে। গত মঙ্গলবার মনজু ঘোষ জানান সকাল ৮ টার দিকে কেরু উচ্চ বিদ্যালয়ে চলে যায়। স্কুল ছুটি করে দুপুর ১ টার দিকে বাসায় এসে দেখে চোরেরা ক্লাসিবল গেট কেটে চুরির ঘটনা ঘটিয়েছে। এ সময় চোরের দল ঘরের আলমারী ভেঙ্গে নগদ ২ লক্ষ টাকা ৭ জোড়া স্বর্ণের চেইন, ১২ টি স্বর্ণের আংটি ৭ জোড়া হাতের রুলি, নাক ফুলসহ বিভিন্ন জিনিসপত্র চোরেরা নির্বিঘ্নে নিয়ে পালিয়ে যায়।

এ ঘটনার জেরে দর্শনা থানা পুলিশ মূলহোতাসহ ৫ জনকে গ্রেফতার করে। এ ঘটনায় মন্জু রানী ঘোষ সে সময় দর্শনা থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করে। কিছু স্বর্ণ ও কিছু টাকা উদ্ধার হলেও বাকি স্বর্ণ ও টাকা কোথায় গেলো এমনটি দাবী করেছেন মন্জু রানী ঘোষ ও তার ভাই ডেবিড ঘোষ।

দর্শনা থানার ওসি শহীদ তিতুমির জানান, আসামী অন্তরকে ছেড়ে দেওয়ার বিষয়ে দর্শনার আজিমপুর এলাকার এক সাংবাদিক আমাকে ফোন করেন।

আলমডাঙ্গায় দেশীয় অস্ত্র, মাদক ও নগদ টাকা সহ আটক-১

আলমডাঙ্গায় যৌথবাহিনী অভিযান চালিয়ে দুটি দেশীয় অস্ত্র, ১৪ পিস টেপেন্ডাডল ট্যাবলেট ও মাদক বিক্রির নগদ ৫৮ হাজার ৪০ টাকা-সহ শামীম রেজা সাগর (৩২)-কে আটক করেছে।

আজ সোমবার সকাল সাড়ে ৬টার দিকে উপজেলার গোবিন্দপুর গ্রাম থেকে

তাকে আটক করা হয় না। আটককৃত শামীম উপজেলার গোবিন্দপুর গ্রামের ওবায়দুল হকের ছেলে।

যৌথ বাহিনীর সূত্রে জানা যায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আজ সোমবার ভোরে সেনাবাহিনী অস্থায়ী ক্যাম্প হারদী আলমডাঙ্গার অফিসার বি এ-১০৯৪৯ ক্যাপ্টেন সৌমিক আহমেদ অয়ন এর নেতৃত্বে, এস আই আব্দুল মতিন সঙ্গীয় ফোর্সসহ উপজেলার গোবিন্দপুর গ্রামের ওবায়দুর হকের বাড়িতে অভিযান চালায়। এসময় তার ছেলে শামীম রেজা সাগর কে আটক করা হয়। তাদের বাড়ি তল্লাশি করে দেশীয় অস্ত্র, মাদক, নগদ টাকা ও মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়। আজ সোমবার সকালে তাকে আলমডাঙ্গা থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাসুদুর রহমান ঘটনা সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, এ ব্যাপারে আলমডাঙ্গা থানায় মামলা হয়েছে।

শৈলকুপায় ব্যবসায়ীর বাড়িতে ডাকাতি, নগদ টাকা ও স্বর্ণালংকার লুট

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় এক দুধ ব্যবসায়ীর বাড়িতে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। গত বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ১টার দিকে উপজেলা শহরের কবিরপুর রামকৃষ্ণ মন্দিরের পাশে এ ঘটনা ঘটে। ডাকাতরা অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে নগদ টাকা, স্বর্ণালংকার ও কাঁসা-পিতলের থালা-বাসন লুট করে নিয়ে যায়।

ভুক্তভোগী বাড়ির মালিক প্রতাপ কুমার সরকার জানান, রাত ১টার দিকে ক্রিকেট খেলা দেখা শেষ করে ঘরের মধ্যে খাবার খাচ্ছিলেন তারা। সে সময় একদল ডাকাত বাড়ির তালা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে। তারা প্রতাপ কুমারকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে নগদ ৭০ হাজার টাকা, আড়াই ভরি স্বর্ণালংকার ও কাঁসা-পিতলের থালা-বাসন লুট করে নিয়ে যায়।

প্রতাপ কুমার বলেন, ডাকাতদের মুখে কালো কাপড় বাঁধা ছিল। তাদের বয়স ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে হবে। আমি চাই দ্রুত এই অপরাধীদের যেন গ্রেফতার হয়।

শৈলকুপা থানার ওসি মাসুম খান বলেন, ঘটনার পর রাতেই আমরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে দ্রুতই এর সাথে জড়িতদের আইনের আওতায় আনতে সক্ষম হব।

দর্শনায় ইয়াবা, ট্যাপেন্টাডল ও নগদ টাকাসহ গ্রেফতার ২

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা থানা পুলিশ মাদকবিরোধী অভিযান চালিয়ে ৪৫২ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট, ১০০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট, নগদ ৩০ হাজার টাকা ও ৫টি মোবাইল ফোনসহ দুইজনকে গ্রেফতার করেছে।

জানা গেছে, মঙ্গলবার ভোর ৫টার দিকে দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ শহীদ তিতুমীরের নেতৃত্বে এ অভিযান চালানো হয়। দর্শনা বাসস্ট্যান্ড টার্মিনালের পাবলিক টয়লেটের সামনের পাকা রাস্তায় এই অভিযান পরিচালিত হয়।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দর্শনা থানার চৌকস এসআই মাসুদুর রহমান সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালিয়ে দর্শনা মোহাম্মদপুর এলাকার মৃত আতিয়ার রহমানের ছেলে ও ইয়াবা ব্যবসার মূল হোতা নাজিম উদ্দিন ওরফে জনি ড্রাইভার (৪০) এবং একই এলাকার মৃত নাজিমুদ্দিন খন্দকার রুমির ছেলে মোহাম্মদ আলী ওরফে তানিম (২২)-কে গ্রেফতার করেন।

গ্রেফতারকৃতদের কাছ থেকে ৪৫২ পিস ইয়াবা, ১০০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট, নগদ ৩০ হাজার টাকা এবং ৫টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়।

এ ঘটনায় দর্শনা থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলা রুজু করা হয়েছে। গতকালই গ্রেফতারকৃত দুই আসামিকে চুয়াডাঙ্গা আদালতে সোপর্দ করেছে পুলিশ।

কোটচাঁদপুরে ঘরের তালা ভেঙ্গে নগদ টাকা ও স্বর্ণালংকার চুরি

প্রকাশ্য দিনের বেলা ঘরের তালা ভেঙ্গে নগদ টাকা ও স্বর্ণালোকার নিয়ে গেছে চোরেরা। আজ বৃহস্পতিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে কোটচাঁদপুর বালিকা বিদ্যালয় সংলগ্ন আব্দুল কাদের মন্টু মিয়ার বাড়ির নিচ তলায়।

ভুক্তভোগী শিক্ষক ইসমত আরা বলেন,আমরা বাড়িতে মূলত তিন জন বসবাস করি। এর মধ্যে আমি কোটচাঁদপুর মহিলা মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করি, মেয়ে বালিকা বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করেন। আর মেয়ের আব্বা প্রায় সময় বাড়িতেই থাকেন।

তিনি বলেন, আজ বৃহস্পতিবার সকালে আমি ও আমার মেয়ে স্কুলে চলে যায়। আর ওনি যান কোটচাঁদপুর মেইনবাসস্টে আত্মীয়ের বাসায় আম পাঠাতে। এরপর বাড়িতে ফিরে এসে দেখত পান বাড়ির সব কাপড় চোপড় এলোমেলো, আলমারি, শোকেশ ও ঘরের দরজার তালা ভাঙ্গা। এ সব দেখে ওনি আমাকে মোবাইল করেন। তবে আমি ব্যস্ত ধাকায় মোবাইল রিসিভ না করায় আমার স্বামী মাদ্রাসা চলে যান। এরপর জানান এ ঘটনা। পরে আমি বাড়িতে এসে দেখতে পায় সব কিছু এলোমেলো।

তিনি আরো বলেন, চোরেরা ঘর থেকে নগদ ৬০ হাজার টাকা ও ৭ ভরি মত স্বর্ণালোংকার নিয়ে যান। এতে করে ১০/১২ লাখ টাকার ক্ষতি সাধিত হয়েছে বলে দাবি করেছেন তিনি।

কোটচাঁদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কবির হোসেন মাতুব্বর বলেন,খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে কোটচাঁদপুর থানার উপপরিদর্শক এসআই মাসুম বিল্লাহ কে পাঠিয়ে ছিলাম। তিনি জানিয়েছেন ঘরের তালা চাবি দিয়ে খুলে এ চুরি সংগঠিত হয়েছে। একটা তালাও ভাঙ্গা হয়নি।

তিনি বলেন, মাসুম বিল্লাহ ঘটনাটি তদন্ত করছেন। তদন্ত শেষে বিস্তারিত বলা সম্ভব হবে। এ ছাড়া ভুক্তভোগীরা থানায় অভিযোগ দিলে ব্যবস্থা নেয়া হবে।